তারিখ ... 13 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ .....

যুগান্তর

আমিরুল আলম খান

উচ্চ মাধ্যমিকে ফল বিপর্যয় অথবা বাস্তবতা?

এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, বিগত বছরগুলোর তুলনায় পাসের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। যেখানে গত বছর দেশের আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে গড় পাসের হার ছিল ৭৫ দশমিক ৭৪, সেখানে এবার পাস করেছে ৬৫ দশমিক ৮৪ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় এ বছর ৯ দশমিক ৯ শতাংশ কম পাস করেছে। যশোর বোর্ডে পাসের হার নেমে এসেছে মাত্র ৪৫ দশমিক ৪৬ শতাংশে। গত বছর যশোর বোর্ডে উচ্চ মাধ্যমিকে পাসের হার ছিল ৬০ দশমিক ৫৮ শতাংশ। গত বছরও যশোর বোর্ডের পাসের হার অন্যান্য বোর্ডের তুলনায় কম ছিল। উচ্চ মাধ্যমিকে গত বছরের গড় পাসের হারের চেয়ে তা ছিল প্রায় ১৫ দশমিক ১৬ শতাংশ কম; এবং যশোর বোর্ডের ২০১৩ সালের তুলনায় ৬ দশমিক ৯১ ভাগ কম। এ বছর আটটি বোর্ডের গড় পাসের হার থেকে যশোর বোর্ডের পাসের হার ২০ দশমিক ৩৮ শতাংশ কম। দেখা যাচ্ছে, এ বছর যশোর বোর্ডে পাসের হার গত এক দশকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। ফলে সমালোচনার ঝড় বইছে সর্বত্র। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার।

এ বছর উচ্চ মাধ্যমিকে পাসের হার কমে যাওয়ার জন্য বেশ কিছু কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে গণমাধ্যমে। তার মধ্যে প্রধান কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস না হওয়া, বেশি নম্বর দেয়ার প্রবণতার লাগাম টেনে ধরা, হঠাৎ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) চালু করা, ইংরেজিতে পাসের হার খুব কম হওয়া ইত্যাদি।

যশোর বোর্ডে ইংরেজিতে পাস করেছে মাত্র ৫০ দশমিক ৯১ শতাংশ। ফলে এ বোর্ডে পাসের হার অর্ধেকের নিচে নেমে গেছে। সুতরাং যশোর বোর্ডের ফলাফল নির্ধারণ করে দিয়েছে ইংরেজি বিষয়টি। আবার শুধু ঢাকা বোর্ডে এ বছর ইংরেজিতে পাসের হার গত বছরের তুলনায় ১৩ দশমিক ৪৯ শতাংশ কমে গেছে। স্যার্বিক ফলাফলে এর প্রভাব পড়েছে।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, যশোর বোর্ড ছাড়া অন্য সাত বোর্ডের গড় পাসের হার ৬০ দশমিক ১২ শতাংশ। যশোর বোর্ডে যদি এই সর্বনিম্ন ৬০ শতাংশ পাস করত, তাহলে গড় পাসের হার বেড়ে যেত শতকরা প্রায় ৬৮ ভাগ। অর্থাৎ যশোর বোর্ডের ফল বিপর্যয় গোটা দেশের ফলাফলকে প্রভাবিত করেছে।

কিন্তু কেন যশোর বোর্ডে ইংরেজিতে পাসের হার এত কমে গেল? এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, এ বছর যশোর বোর্ডের ইংরেজি প্রশ্নপত্র খুব কঠিন ছিল। কয়েকজন ইংরেজি শিক্ষক এর পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন, যা আমরা গণমাধ্যমে দেখেছি। কিন্তু প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ না করে এ বিষয়ে কথা বলা বেশ কঠিন। আমি যশোর বোর্ডের একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ইংরেজি শিক্ষককে প্রশ্নটা করেছিলাম। তিনি আমাকে জানালেন, 'প্রথাগত অর্থে' হয়তো ইংরেজি প্রশ্ন কঠিন ছিল। তার কাছে 'প্রথাগত অর্থে' কথার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি জানালেন, যশোর বোর্ডে

এ বছর যে ইংরেজি প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হয়েছে তার সঙ্গে বাজারের নোট বা গাইড বইয়ের কোনো মিল ছিল না। ফলে পরীক্ষার্থীরা প্রশ্ন কমন পায়নি। তিনি বলতে চাইছেন, বাজারের নোট/গাইড বই থেকে হুবহু তুলে দিয়ে প্রশ্ন করার ফলে অন্যবার পরীক্ষার্থীরা প্রশ্ন 'কমন' পেত। কিন্তু এবারের প্রশ্ন হয়েছে টেক্সট বই অনুসরণে, নোট/গাইড বই থেকে নয়। তার মতে, যশোর বোর্ডে এবারে যে প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হয়েছে, তা সরকারের নীতিমালার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই অভিজ্ঞ ইংরেজি শিক্ষকের অভিমত হচ্ছে, আমরা যদি আমাদের সন্তানদের কোচিং বাণিজ্য থেকে রক্ষা করতে চাই, বাজারের নোট/গাইড থেকে রক্ষা করে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাই, তাহলে বোর্ডের প্রশ্নপত্র যেন নোট/গাইড বই থেকে না করা হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষা বোর্ডে প্রশ্নপত্র তৈরির নীতিমালায় সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, কোনো নোট/গাইড বই থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি করা যাবে না। কিন্তু সরকারি এই আদেশ প্রতিপালন করানো ক্রমেই বেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কেননা, প্রশ্নপত্র তৈরি করতে বোর্ড লিখিত নীতিমালা সরবরাহ করলেও প্রণীত প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা ও প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে পরীক্ষার আগে তা যাচাই করা সম্ভব হয় না।

পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে বিগত কয়েক বছর ধরে নানা বিতর্ক চলছে। এসব বিষয়ে একটি কার্যকর কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য দরকার ছিল ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা-সমালোচনা। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক খুব বেশি ফলপ্রদ হয় না। পত্রিকার পাতাজুড়ে নোট/গাইডের দেদার কোচিং চলে; কিন্তু যেটি সবচেয়ে বেশি দরকারি, শিক্ষা বিষয়ে জনবিতর্ক, সেটি বলতে গেলে একেবারেই অনুপস্থিত। বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের মতের প্রতিফলন সেখানে আদৌ ঘটে না।

এবারের ফলাফল নিয়ে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড অনুসন্ধান করে দেখবে বলে আমরা আশা করি। হয়তো তখন জানা যাবে এই নিম্নমুখীটা কি ফল-বিপর্যয়, নাকি বাস্তবতা।

এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল কিছুটা নিম্নমুখী হলেও গণমাধ্যমে প্রকাশিত মতামতে তা আশাপ্রদ বলেই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা মনে করেন। একটি দৈনিকে খবর প্রকাশিত হয়েছে, পাবলিক পরীক্ষায় অধিক হারে পাসের পেছনে নাকি বিশ্বব্যাংকের ইন্ধন কাজ করছিল। এবার সরকার বিশ্বব্যাংকের এই অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। এ খবর যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা গুণগত মানোন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছি বলে মনে করার কারণ আছে।

আমিরুল আলম খান : *সাবেক চেয়ারম্যান, যশোর শিক্ষা বোর্ড*
amirulkhan7@gmail.com